বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে - বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য শাখায় ভর্ত্তির ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান বিভাগে সর্বাধিক আসন ২৪০, কলা বিভাগে সর্বাধিক আসন ৪৫ এবং বাণিজ্য শাখায় সর্বাধিক আসন ৪০। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান শাখার প্রায় ৮০% আসন সংরক্ষিত। অবশিষ্ট বিজ্ঞান শাখার ২০% আসনে অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে যারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ভর্ত্তি করা হবে।

- উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের তিনটি শাখায় যে সকল বিষয়গুলিকে ছাত্ররা গ্রহণ করতে পারবেঃ-

বিজ্ঞান বিভাগে (ইংরাজী মাধ্যম) দু'টি আবশ্যিক ভাষা (বাংলা প্রথম ভাষা রূপে এবং ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা রূপে) ছাড়াও অন্যান্য তিনটি আবশ্যিক বিষয় ও একটি অতিরিক্ত বিষয়রূপে যে বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে পারবে-

১) প্রথম ভাষা- বাংলা

২) দ্বিতীয় ভাষা- ইংরাজী

৩) পদার্থবিদ্যা

৪) রসায়নবিদ্যা অথবা অর্থনীতি

৫) অঙ্ক

৬) জীববিদ্যা

৭) পরিসংখ্যানবিদ্যা অথবা ভূগোল

৮) কম্পিউটার সাইন্স অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

বিজ্ঞান বিভাগে (ইংরাজী মাধ্যম) দু'টি আবশ্যিক ভাষা (বাংলা প্রথম ভাষা রূপে এবং ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা রূপে) ছাড়াও অন্যান্য তিনটি আবশ্যিক বিষয় ও একটি অতরিক্ত বিষয়রূপে যে বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে পারবে-

১) প্রথম ভাষা- বাংলা

২) দ্বিতীয় ভাষা- ইংরাজী

৩) পদার্থবিদ্যা

৪) রসায়নবিদ্যা অথবা অর্থনীতি

৫) অঙ্ক

৬) জীববিদ্যা

৭) পরিসংখ্যানবিদ্যা অথবা ভূগোল

৮) কম্পিউটার সাইন্স অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

কলা বিভাগে (বাংলা ও ইংরাজী মাধ্যম) দু'টি আবশ্যিক ভাষা (বাংলা প্রথম ভাষা রূপে এবং ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা রূপে) ছাড়াও অন্যান্য তিনটি আবশ্যিক বিষয় ও একটি অতরিক্ত বিষয়রূপে যে বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে পারবে-

১) প্রথম ভাষা- বাংলা

২) দ্বিতীয় ভাষা- ইংরাজী

৩) দর্শন

৪) ভূগোল

৫) সংস্কৃত / অর্থনীতি

৬) ইতিহাস অথবা অঙ্ক

৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৮) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

বাণিজ্য বিভাগে (বাংলা ও ইংরাজী মাধ্যম) দু'টি আবশ্যিক ভাষা (বাংলা প্রথম ভাষা রূপে এবং ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা রূপে) ছাড়াও অন্যান্য তিনটি আবশ্যিক বিষয় ও একটি অতরিক্ত বিষয়রূপে যে বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে পারবে-

১) প্রথম ভাষা- বাংলা

২) দ্বিতীয় ভাষা- ইংরাজী

৩) কমার্সিয়াল লজ্ অ্যান্ড প্রিলিমিনারিজ্ অফ্ অডিটিং

৪) অ্যাকাউন্টেন্সি

৫) কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন

৬) অর্থনীতি

৭) বিজ্নেস স্টাডিজ্

৮) অঙ্ক

৯) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

- ভর্ত্তির যোগ্যতামানঃ-
  - বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্যঃ-

১) বিজ্ঞানবিভাগ- বাংলা মাধ্যম- মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অর্থাৎ, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং অঙ্কে ছাত্রকে ৭৫% নম্বর পেতে হবে (২২৫/৩০০) এবং মোটের উপর ৭০% নম্বর পেতে হবে (৪৯০/৭০০)

২) বাণিজ্য বিভাগ- বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ যে কোন ছাত্রই বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩) কলা বিভাগ- মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোটের উপর ৫০% নম্বর পেতে হবে।

১) যে সকল ছাত্র ভূগোলে ন্যূনতম ৫৫% নম্বর পাবে এবং মোটের উপর ৫০% নম্বর পাবে তারা ভূগোল বিষয়টি নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২) যে সকল ছাত্র অঙ্কে ৬০% নম্বর পাবে তারা কলা ও বাণিজ্য বিভাগে অঙ্ক বিষয়টি নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

- অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রদের ক্ষেত্রে ভর্ত্তির যোগ্যতামানঃ-

১) বিজ্ঞানবিভাগ- বাংলা মাধ্যম- অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে আগত যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবে, মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অর্থাৎ, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং অঙ্কে ছাত্রকে ৯৫% নম্বর পেতে হবে (২৮৫/৩০০) এবং মোটের উপর ৯০% নম্বর পেতে হবে (৬৩০/৭০০)।

২) বাণিজ্য বিভাগ- মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র মোটের উপর ন্যূনতম ৪০% নম্বর পাবে (২৮০/৭০০) তারা বাণিজ্য বিভাগে ভর্ত্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩) কলা বিভাগ- মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র মোটের উপর ন্যূনতম ৫৫% নম্বর পাবে (৩৮৫/৭০০) তারা কলা বিভাগে ভর্ত্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১) যে সকল ছাত্র ভূগোল এবং অঙ্কে ন্যূনতম ৬০% নম্বর পাবে, তারা এই দু'টি বিষয়কে বা তার কোন একটিকে আবশ্যিক বা অতিরিক্ত বিষয়রূপে গ্রহণ করতে পারবে।

তপশীল জাতি ,তপশীল উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্ররা (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হবে, তারা ব্যতীত) উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ভর্ত্তির জন্য প্রতিটি শাখায় ৫% হারে নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় পাবে।

- উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তির জন্য প্রদেয় মাহিনার বিবরণ:-

পরীক্ষাগার নির্ভর বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় মাহিনার পরিমাণঃ

পরীক্ষাগার নির্ভর নয় এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় মাহিনার পরিমাণঃ

যে সকল বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র কম্পিউটার সাইন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নেবে, তাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় মাহিনার বিবরণঃ-

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্রদের প্রদেয় মাহিনার বিবরণঃ-

যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ের সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখবে তাদের ২ বছরের জন্য অতরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হবে।

যে সকল ছাত্র একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবে তারা আবেদন পত্রের সাথে ২ কপি চালানের প্রিন্ট-আউট গ্রহণ করবে। প্রিন্ট-আউটের প্রথম কপিটি ছাত্র নিজের কাছে রাখবে ও ভর্ত্তির সময়ে তা অফিস ঘরে দেখাবে। চালানের দ্বিতীয় কপিটি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে (প্রধান শাখা, জি টি রোড, বর্ধমান) জমা দেবে।

একাদণ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন পত্র বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.bmhschool.com _____ তারিখ থেকে _____ তারিখ পর্যন্ত।

বিদ্যালয়ের নোটিস বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত হোয়ার পরই বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে (প্রধান শাখা, জি টি রোড, বর্ধমান) টাকা জমা দেবে। সকল ছাত্রকে ভর্ত্তির নিয়মাবলী এবং আবেদন পত্র পূরণ করার নিয়মাবলী ভালো করে দেখে নিতে বলা হচ্ছে।

- ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তির নিয়মাবলী ও পদ্ধতিঃ-

১) অনলাইনে ভর্ত্তির জন্য যেমন আবেদন করা যাবে, তেমনি বিদ্যালয়ের অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে।

২) ছাত্রের নাম মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অ্যাডমিট কার্ডে যেরূপ আছে, ঠিক সেরূপ লিখতে হবে (বড় হাতের অক্ষরে)।

৩) তপশীল জাতি ,তপশীল উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি উল্লেখ করতে হবে এবং ভর্ত্তির সময়ে প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের (অরিজিনাল কপি) দেখাতে হবে।

৪) অ্যাডমিট কার্ডে জন্ম তারিখ যা দাওয়া আছে সেটি লিখতে হবে।

৫) ছাত্রদের নাম তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকেই বিবেচনা করা হবে।

৬) যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ২০১৫ সালে বা তার আগে উত্তীর্ণ হয়েছ, তারা ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য ইবেচিত হবে না।

৭) যদি কোন ছাত্র দ্বারা প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন পত্রক্র বাতিল করে দেবে। ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৮) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রের ভর্ত্তি চূড়ান্তরূপে গণ্য হবে না।

৯) আবেদন পত্রের সাথে সকল ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে তার ই-মেল অ্যাড্রেস দিতে হবে।

১০) অনলাইন আবেদনপত্র কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

১১) অনলাইন আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবেঃ "Click here for online submission of Application Form"

১২) একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য (বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য শাখায়) পৃথক পৃথক আবেদন করতে হবে।

১৩) আবেদন পত্রের মূল্য ৩০ টাকা। ভর্ত্তির সময়ে ওই অর্থ দিতে হবে।

১৪) যে সকল ছাত্র একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবে তারা আবেদন পত্রের সাথে ২ কপি চালানের প্রিন্ট- আউট গ্রহণ করবে। প্রিন্ট- আউটের প্রথম কপিটি ছাত্র নিজের কাছে রাখবে ও ভর্ত্তির সময়ে তা অফিস ঘরে দেখাবে। চালানের দ্বিতীয় কপিটি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্কে (প্রধান শাখা, জি টি রোড, বর্ধমান) জমা দেবে।

- প্রাথমিক পর্যায়ের মেধাতালিকা বিদ্যালয়ের নোটিসবোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যদি এই তালিকায় কোন ত্রুটি থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রকে তৎক্ষনাৎ প্রমাণসহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনার জন্য বলা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্রকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে না। তাই আবেদন পত্র পরিপূরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে।

- ভর্ত্তির বিজ্ঞপ্তিঃ-

  - ভর্ত্তির প্রক্রিয়ার নির্ঘন্টঃ-

তারিখ	সময়	নির্ঘন্ট
মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন	সন্ধ্যে ৬ টা	প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ৪ দিন পর	বেলা ১১ টা	প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ (অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের জন্য)
ভর্ত্তির জন্য নির্দিষ্ট ২ দিন (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য, পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত)	বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা	বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে চালান ও ফিজ্ জমা
ভর্ত্তির দিন	বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো	আবেদনপত্র ও অন্যান্য তথ্য যাচাই
ভর্ত্তির দিন	বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো	অ্যাডমিশন রেজিস্টারে অভিভাবকের স্বাক্ষর

সাধারণত, CBSE Board-এর ফলাফল ICSE Board-এর ফলাফল প্রকাশের পর প্রকাশিত হয়। তাই, ৩৫টি আসন ICSE Board-এর এবং অন্যান্য Board-এর জন্য (বিজ্ঞান শাখা- ইংরাজী মাধ্যম) সংরক্ষিত থাকবে। অবশিষ্ট ৫টি আসন CBSE Board-এর ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশিত হবে। যদি CBSE Board-এর ছাত্রদের যথেষ্ট সংখ্যক আবেদন পত্রর দ্বারা ওই ৫টি আসন পূরণ করা না যায়, তাহলে ওই ৫টি আসন প্রথম মেধাতালিকার (বিজ্ঞান বিভাগ- ইংরাজী মাধ্যম) আসনের সাথে যুক্ত হবে।

- অনলাইন ভর্ত্তি প্রক্রিয়ার পদ্ধতিঃ-

১) ঘোষিত আসনের প্রেক্ষিতে ও প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের প্রথম মেধাতালিকাটি প্রকাশিত হবে।

২) প্রথম মেধাতালিকায় তালিকাভুক্ত ছাত্ররা বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ফিজ্ জমা দেবে।

৩) মেধাতালিকায় তালিকাভুক্ত ছাত্ররা তার নিজস্ব চালান কপি, মার্কশিট, অ্যাডমিট, স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেট জাতিগত সংসাপত্র ইত্যাদি অরিজিনাল ও একটি করে ফটোকপি নিয়ে বিদ্যালয়ের অফিস ঘরে হাজির হবে তথ্যগুলি যাচাইয়ের জন্য।

৪) আবেদন পত্রের একটি প্রিন্ট-আউট সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। প্রথম মেধাতালিকার ভর্ত্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর যদি কোন শাখায় ঘোষিত আসন পরিপূরণ না হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে।

৫) অ্যাডমিশন ফিজ্ উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলা হচ্ছে।

৬) আবেদন পত্র যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা দিতে হবে।

৭) ** যদি কোনো আবেদনকারী ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হওয়ার পর অন্য শাখায় (বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য শাখায়) আবেদন করতে ইচ্ছুক হয়, যার নাম ভর্ত্তির দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত মেধাতালিকায় নির্বাচিত হয়েছে, তখন সেই আবেদনকারীকে তার পূর্ববর্তী আবেদন বাতিল করার জন্য পুনরায় আবেদন করতে হবে। নিজস্ব স্বাক্ষর এবং অভিভাবকের স্বাক্ষর সহ নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয় শাখায় ভর্ত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য (যাচাইয়ের জন্য) বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

৮) যদি কোন শাখায় আসন খালি থাকে, একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভর্ত্তি প্রক্রিয়া চালনা করা হবে।

৯) প্রত্যেকবার Verification এর পরে বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট টি যাচাই করতে বলা হচ্ছে।

- ব্যাঙ্কে ভর্ত্তির ফিজ্ জমা দেওয়ার পর যাচাইয়ের জন্য যে সকল তথ্য বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবেঃ-

১) নিজস্ব স্বাক্ষর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার মার্কশীট এবং নিজস্ব স্বাক্ষর সহ তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্বন্ধিত শংসাপত্র।

২) নিজস্ব স্বাক্ষর সহ ডেট অফ্ বার্থের প্রমাণপত্র (যেমন- অ্যাডমিট কার্ড)।

৩) উল্লিখিত সকল নথির অরিজিনাল কপি বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে Verification এর সময়ে।

VERIFICATION এর সময়ে যদি কোন আবেদনপত্রের তথ্য মিথ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়, তৎক্ষণাৎ অর্থফেরত ব্যতীতই ওই আবেদনকারীর ভর্ত্তি বাতিল করা হবে এবং তার আসনটি খালি আসন হিসাবে বিবেচিত হবে।